এসএমসি নিউজ

একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

ইস্যু ৩৬, জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

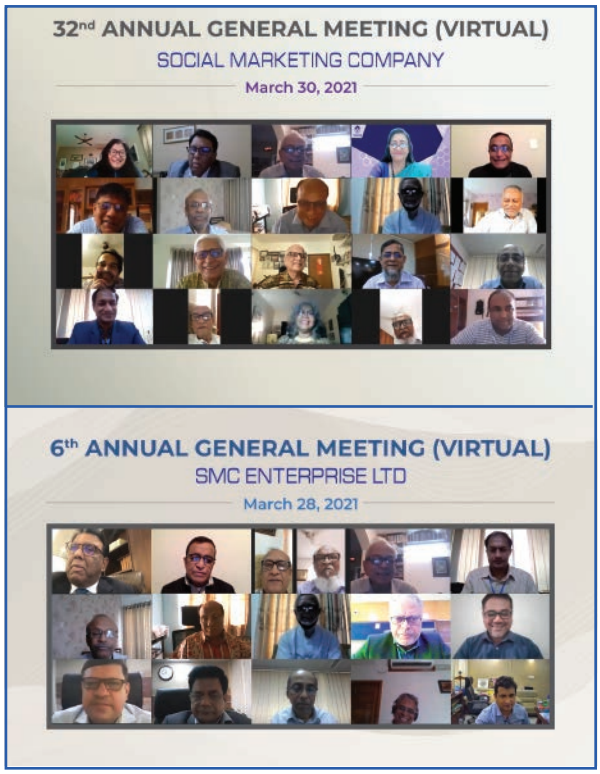

এসএমসি এবং এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বিগত ৩০ মার্চ, ২০২১ তারিখে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী (এসএমসি) এর ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোম্পানীর ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী। বোর্ডের পরিচালক মন্ডলী, কোম্পানীর সদস্যবৃন্দ, এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান এবং কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়ালি সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিগত ২৮ মার্চ, ২০২১ তারিখে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (এসএমসি ইএল) এর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোম্পানীর ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিচালক মন্ডলীর প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষকের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমসি ইএল'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী। বোর্ডের পরিচালক মন্ডলী, শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানীর সদস্যবৃন্দ, এসএমসি ইএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুল হক এবং কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়ালি সভায় যোগ দেন।

সিলেটে ইউএসএআইডি প্রতিনিধিগণের এসএমসি ব্লু-স্টার প্রোগ্রামের কার্যক্রম পরিদর্শন

বিগত ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা (ইউএসএআইডি)-এর একটি প্রতিনিধিদল সিলেটে এসএমসি'র ব্লু-স্টার প্রোগ্রাম পরিদর্শন করেন। মিস লিন্ডা, অফিসার, ওপিএনএইচএনই, দলটির নেতৃত্ব দেন এবং সিলেট উপশহরে "ইমন ফার্মেসি" নামের একটি ব্লু-স্টার আউটলেট পরিদর্শন করেন। সফরকারী দলটি ব্লু-স্টার সেবাদানকারী এবং ফার্মেসির মালিক জনাব জামাল পাশার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। তারা সেবাগ্রহীতাদের প্রবাহ, গোপনীয়তা বজায় রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, গর্ভনিরোধক ইনজেকটেবলস প্রয়োগের পদ্ধতি, আবর্জনা অপসারণের পদ্ধতি, পরামর্শ প্রদানের কৌশল এবং রিপোর্টিং সিস্টেম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। পরিদর্শক দলের সদস্য ডাঃ পুষ্পিতা সামিনা সন্দেহভাজন টিবি রোগীদের রেফারেল সেবা প্রদান কার্যক্রমে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি দেখার জন্য বিএসপি রেজিস্টার পর্যবেক্ষণ করেন ।

সিলেট এরিয়া অফিসের সেলস ম্যানেজার জনাব মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন খন্দকার, ডেপুটি ফিল্ড প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব নজরুল ইসলাম এবং এরিয়া অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এই সফরের আয়োজক ছিলেন। জনাব ইসলাম প্রতিনিধিদলের সদস্যদের কাছে ব্লু-স্টারের সামগ্রিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করেন।

মিস লিন্ডা এবং তার দলের সদস্যগণ সেবা প্রদানকারীদের প্রচেষ্টা এবং সামগ্রিক প্রোগ্রাম কর্মসূচীর প্রশংসা করেন।

এসএমসি এবং এসএমসি ইএল ২০১৯-২০ অর্থবছরের সেরা সেলস পারফর্মাদের স্বীকৃতি প্রদান করলো

ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গত ১ মার্চ, ২০২১ তারিখে সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী (এসএমসি) এবং এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড (এসএমসি ইএল)- এর ২০২০ অর্থবছরের 'বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরের প্রতিপাদ্য ছিল "সীমাহীন বৃদ্ধি - স্থিতিশীলতা এবং ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন"। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট, সংশ্লিষ্ট এরিয়া অফিসের সেলস টিমের কর্মীগণ, প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক অফিস এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরীর কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়ালি সম্মেলনে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে সেলস টিমের কর্মীদের দুর্দান্ত দক্ষতা এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এসএমসি এবং এসএমসি ইএল'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী।

চলমান মহামারীর কারণে বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক বিপর্যয় ঘটায় ২০১৯-২০ অর্থবছর একটি চ্যালেঞ্জিং বছর ছিল। সেলস বিভগের এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার, জনাব চন্দ্রনাথ মন্ডল ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১২ মাসের বিক্রয় অর্জন উপস্থাপন করেন এবং এই সময়কালে কোম্পানীর ২৫.৪২% রাজস্ব অর্জনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, ২০২০ সালে কোম্পানী ৫৪ মিলিয়ন সাইকেল ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল, ১৬২.৩০ মিলিয়ন পিস কনডম এবং ৩.১৪ মিলিয়ন ভায়াল জন্মবিরতিকরণ ইনজেকশন বিতরণ করে যা সারাদেশে প্রায় ৫.৭৬ মিলিয়ন দম্পতিকে অপরিকল্পিত গর্ভধারণ থেকে সুরক্ষা দিয়েছে। এছাড়াও, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কোম্পানী ১,১৮৮.২২ মিলিয়ন স্যাশেট ওরস্যালাইন-এন, ২৭.৮৩ মিলিয়ন স্যাশেট মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পাউডার মনিমিক্স, ৬৯৮.৬৮২ ব্লিস্টার প্যাকেট জিংক, ১৭.১৪ মিলিয়ন প্যাকেট জয়া স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং প্রায় ৫৩,৮০১ প্যাকেট সেফ ডেলিভারি কিট বিক্রি করে।

জনাব মাহফুজুর রহমান, সেলস অফিসার, টাঙ্গাইল বছরের সেরা সেলস অফিসার হিসাবে ভূষিত হন। বরিশাল এরিয়ার সেলস ম্যানেজার জনাব মোঃ নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে তার এরিয়া অফিস "গ্র্যান্ড গোল্ড অ্যাওয়ার্ড" এবং কুষ্টিয়া এরিয়ার সিনিয়র সেলস ম্যানেজার জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে তার এরিয়া অফিস "গ্র্যান্ড সিলভার অ্যাওয়ার্ড" অর্জন করে।

এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান এবং এসএমসি ইএল'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আবদুল হক সেলস টিমের অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন জানান। তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে বিজয়ী দলের বিক্রয় অর্জনের এই ধারাবাহিকতা আগামী বছরগুলোতে আরও বৃদ্ধি পাবে। ম্যানেজমেন্ট টিম আনুষ্ঠানিকভাবে বিগত ১০ মার্চ, ২০২১ তারিখে এসএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে একটি পৃথক অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এসএমসি ও এসএমসি ইএল বোর্ডের পরিচালক, জনাব মুহাম্মদ আলী, জনাব আফতাব উল ইসলাম এফসিএ এবং জনাব মুহাম্মদ ফরহাদ হুসাইন এফসিএ; এসএমসি বোর্ডের পরিচালক বেগম রোকেয়া কাদের; এসএমসি ইএল বোর্ডের পরিচালক জনাব ওয়ালিউল ইসলাম এবং ডাঃ জহির উদ্দিন আহমেদ; কোম্পানী মেম্বার বেগম রুপালী হক চৌধুরী, জনাব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং ডাঃ ফারহানা দেওয়ান ভার্চুয়ালি সম্মেলনে যোগ দেন।

বরিশাল এরিয়া অফিসের দুর্দান্ত সেলস পারফরম্যান্সের জন্য সেলস ম্যানেজার জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন এসএমসি ইএল এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছ থেকে 'গ্র্যান্ড গোল্ড অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করছেন।

কুষ্টিয়া এরিয়া অফিসের প্রশংসনীয় পারফরম্যান্সের জন্য সিনিয়র সেলস ম্যানেজার জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এসএমসি ইএল এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছ থেকে 'গ্র্যান্ড সিলভার অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করছেন।

ডাঃ অমল কৃষ্ণ পালের অসাধারণ পরিষেবার স্বীকৃতি দিলো এসএমসি

সম্প্রতি এসএমসি, ডাঃ অমল কৃষ্ণ পাল, এমআরসিপি, (মেডিসিন কনসালটেন্ট, এসএমসি নীলতারা ক্লিনিক)-কে কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানবতার প্রতি নিবেদিত সেবার জন্য সম্মানিত করেছে। ফেব্রুয়ারী ২২, ২০২১ তারিখে এসএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে একটি পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে জনাব তসলিম উদ্দিন খান, চিফ অব প্রোগ্রাম অপারেশনস (সিপিও) এবং এসএমসি'র অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এসএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী, এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান, এসএমসি ইএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আবদুল হক এবং উভয় কোম্পানীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এসএমসি'র প্রোগ্রাম ডিভিশনের ট্রেনিং অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি বিভাগের প্রধান ডাঃ সালাহ উদ্দিন, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

ডাঃ পাল নীলতারা ক্লিনিকে কেবলমাত্র কোভিড আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেননি বরং মহামারী সংক্রমণের গুরুতর সময়কালে (যখন বেশিরভাগ হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলো বন্ধ ছিল) গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। তার দক্ষতা, মহৎ উদ্যোগ এবং সাহসী প্রচেষ্টার প্রশংসা করে মাননীয় চেয়ারম্যান ডাঃ পালকে কোম্পানীর একজন যোগ্য এবং মূল্যবান সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান বলেন, "আমাদের বিশ্বাস, আসন্ন দিনগুলিতে মানবজাতির সেবায় এই 'কোভিড হিরো' তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে"। এসএমসি ম্যানেজমেন্ট এর পক্ষ থেকে, চিফ অব প্রোগ্রাম অপারেশনস জনাব তসলিম উদ্দিন খান একটি প্রশংসাপত্র, প্রাইজ বন্ড সহ একটি ক্রেস্ট ডাঃ পালের হাতে তুলে দেন এবং এসএমসি'র সামাজিক প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তার উৎসাহ ও নির্ভীক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সম্মাননার জন্য ডাঃ পাল মাননীয় চেয়ারম্যান ও এসএমসি পরিচালনা পর্ষদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এসএমসি'র নিজস্ব অর্থায়নে হেলথ নেটওয়ার্কস এর সম্প্রসারণ

নিজস্ব অর্থায়নে স্টার-ব্র্যান্ডেড নেটওয়ার্কগুলোকে প্রসারিত করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, এসএমসি'র প্রোগ্রাম ডিভিশন সফলভাবে ১২০০ জন ব্লু-স্টার এবং ৪০০ জন গ্রীন স্টার সেবাদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। অধিবেশনগুলিতে, সেবাপ্রদানকারীদের ইনজেক্টেবলস সহ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, শিশু পুষ্টি ও মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট পাউডার (এমএনপি), ডায়রিয়া ব্যবস্থাপনা এবং জিংকের ব্যবহার, পরিবারকে কৃমিমুক্ত করা, দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি গ্রহণ ও সন্দেহজনক যক্ষা রোগীদের রেফারেল সেবা প্রদান, বিভিন্ন ভাইরাল ফিভার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং কোভিড-১৯ সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। চলমান মহামারীর কারনে, হাত ধোয়া/স্যানিটাইজিং, মাস্ক পরা এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ প্রয়োজনীয় সকল স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থা কঠোরভাবে মেনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যে বিক্রয় এবং পরিষেবাদির প্রবৃদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এসএমসি ম্যানেজমেন্ট আশা করে যে, এই সেবাপ্রদানকারীরা আগামী দিনে এসএমসি'র ফার্মাসিউটিক্যালস এবং অন্যান্য কনজিউমার পণ্যগুলোর প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

সিবিএ নির্বাচন - ২০২০: এসএমসি ইল এর একটি সফল আয়োজন

৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে এসএমসি ইএল এর যৌথ সিবিএ (Collective Bargaining Agent) এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুই বছরের স্বাভাবিক ব্যবধানের পরে, দুটি প্রতিযোগী দলের মধ্যে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগী দলের একটি হলো "এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড শ্রমিক ও কর্মচারী লীগ" (নিবন্ধকরণ নং: বি-২১৭০) যাদের প্রতীক ছিল "হাতি" এবং অন্যটি হলো "এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড শ্রমিক ও ইউনিয়ন" (নিবন্ধকরণ নং: বি-২১৭১) যাদের প্রতীক ছিল "ছাতা"। এসএমসি ইএল এর মানব সম্পদ এবং প্রশাসন বিভাগ তিনটি স্থানে (এসএমসি'র প্রধান কার্যালয়, ভালুকা ফ্যাক্টরী এবং কুমিল্লা ফ্যাক্টরী) এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যেখানে ৪৪৮ জন স্থায়ী গ্রেডেড কর্মীরা তাদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য অংশ নেন।

চিফ অব ফ্যাক্টরী ম্যানেজমেন্ট, চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার এবং এইচআর ও এডমিন বিভাগের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন এবং আয়োজক দলকে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ম্যানেজমেন্ট এবং সিবিএ প্রতিনিধিরাও ভোট কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রম অধিদপ্তরের পক্ষে, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসাবে যথাক্রমে সহকারী পরিচালক মাসুদা সুলতানা এবং পরিসংখ্যান সহকারী জনাব মনির হোসেন নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পাদনা করেন।

অবাধ এবং সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে, পরিচালনা দল তিনটি নির্বাচনী এলাকাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও নিযুক্ত করে। শান্তিপূর্ণ এবং উৎসবমুখর পরিবেশ নিশ্চিত করে সফলভাবে নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। শ্রম অধিদপ্তর ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখে সিবিএ নির্বাচনের ফলাফল সম্বলিত গেজেট জারি করে। গেজেট অনুসারে "ছাতা" দল ১২৩টি ভোট পেয়ে মোট ভোটের ৬২.৯৭% অর্জন করে বিজয়ী হয়।

এসএমসি'র চতুর্থ প্রজন্মের পিল এফএমসিএইচ-এ প্রশংসিত

এসএমসি ইএল এর কুষ্টিয়া এরিয়া অফিস সম্প্রতি বাজারে আসা এসএমসি'র চতুর্থ প্রজন্মের ওরাল কনট্রসেটিভ পিল (ওসিপি) "স্মার্ট পিল" প্রচারের লক্ষ্যে বিগত ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তারিখে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (এফএমসিএইচ) এর প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে মোট ২৪ জন মহিলা চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন, যেখানে সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ডাঃ দিলরুবা জেবা সভাপতিত্ব করেন। কুষ্টিয়া এরিয়ার সিনিয়র সেলস ম্যানেজার জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা (এফপি) কর্মসূচীতে এসএমসি'র উল্লেখযোগ্য অবদানের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন এবং নতুন পিলের কার্যকারিতা এবং সুবিধাসহ প্রবর্তনের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন। জনাব আনোয়ার আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস) ২০১৭ অনুসারে, ১২% বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে সহজ এবং সুবিধাজনক গর্ভনিরোধক পদ্ধতির যে চাহিদা রয়েছে তা পূরণে স্মার্টপিল একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। সেমিনারের মূল বক্তা, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রত্না পোদ্দার, এফসিপিএস, অংশগ্রহণকারী চিকিৎসকদের কাছে 'স্মার্টপিল' উপস্থাপন করেন এবং তাদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন।

চেয়ারপারসন তার বক্তব্যে এসএমসি ইএল ম্যানেজমেন্টকে চতুর্থ প্রজন্মের পিলটি প্রবর্তনের জন্য ধন্যবাদ জানান। স্মার্টপিলে অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেনিক থাকার উপকারিতা এবং কিশোরবয়সী মেয়েদের প্রি-ডিসফোরিক ডিসঅর্ডার (পিএমডিডি) প্রতিরোধে এর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, বাজারে উপযুক্ত গর্ভনিরোধক পদ্ধতির চাহিদা বিবেচনা করে প্রায় শূন্যপ্রতিক্রিয়া সহ দুটি ভিন্ন মাত্রায়- "স্মার্টপিল" এবং "স্মার্টপিল লাইট" বাজারে আনা হয়েছে।

ওজিএসবি'র আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এসএমসি'র অংশগ্রহণ

এসএমসি, গত ২২-২৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত অবস্টেট্রিক্যাল এন্ড গাইনোকোলজিকাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ওজিএসবি) এর ২৯তম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সকল ওজিএসবি সদস্য এবং বিভিন্ন দেশের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসকগণ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এসএমসি'র চিফ অব প্রোগ্রাম অপারেশনস জনাব তসলিম উদ্দিন খান প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসকদের মাধ্যমে লং অ্যাক্টিং রিভার্সিবল কনট্রাসেপটিভ (এলএআরসি) পরিষেবা বৃদ্ধিতে বেসরকারী খাতের ভূমিকা উপস্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে, এলএআরসি এর সম্ভাব্য গ্রহীতাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং অবদান রাখার জন্য এসএমসি সকল চিকিৎসকগণকে আহ্বান জানান।

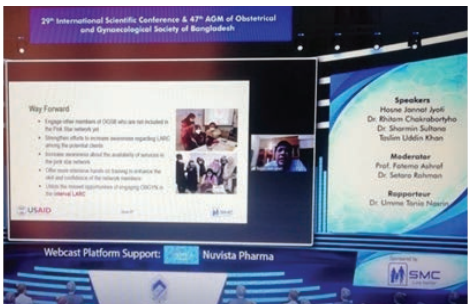

জিএমপি ক্যাম্পেইন: ব্লু-স্টার সেবাপ্রদানকারীদের সক্রিয় ও উদ্দীপ্ত প্রয়াস

এসএমসি'র ব্লু-স্টার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত সেবা প্রদানকারীগণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠীর কাছে মানসম্পন্ন পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিবেদিত কিছু ব্লু-স্টার সেবা প্রদানকারীগণ (বিএসপি) এই মহৎ উদ্যোগের অংশ হিসাবে এসএমসি প্রোগ্রাম অপারেশনস টিমের প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে "গ্রোথ মনিটরিং অ্যান্ড প্রোমোশন" (জিএমপি) প্রচারণা কর্মসূচী পরিচালনা করেন।

শিশুর পুষ্টি এবং শারীরিক বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের বিষয়টি বিবেচনা করে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে এই প্রচারণা কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। এই ধরণের উদ্যোগ ভবিষ্যতে পুষ্টি পরিষেবার পরিধি ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং সম্প্রদায়ের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুষ্টি পরিষেবার সুযোগ করে তুলতে সহায়তা করবে।

ডিসেম্বর, ২০২০ - জানুয়ারী, ২০২১ সময়কালে সারা দেশে মোট ১৫টি "জিএমপি" প্রচারণা কর্যক্রমের আয়োজন করা হয় যেখানে প্রায় ২,৪৫৭ জন শিশুর অভিভাবকগণ অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি এবং অপুষ্টি প্রতিরোধে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্ট (এসএমসি মনিমিক্স) এর উপকারিতা সম্পর্কিত পরামর্শ ছাড়াও শিশুর পরিমাপ, ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি, জিএমপি কার্ড বিতরণ, মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিয়ে বিশেষজ্ঞ/ হাসপাতালে রেফার করা ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

এই বিশেষ প্রচারণায় মোট ১৯০৬ জন শিশুকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট পরিপূরক (মনিমিক্স) পরিষেবা প্রদান করা হয় এবং এদের মধ্যে ২৯ জন শিশুকে অপুষ্টিজনিত সমস্যাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যগত জটিলতার কারণে নিকটস্থ হাসপাতাল/বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে রেফার করা হয়।

এপ্রসঙ্গে, প্রোগ্রাম ডিভিশনের ট্রেনিং এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি (টিএসডি) বিভাগের প্রধান ডাঃ সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, "প্রোগ্রাম অফিসারের দিকনির্দেশনায় ব্লু-স্টার সেবা প্রদানকারীদের দ্বারা পরিচালিত এটি একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ যা অভিভাবক/যত্নশীলদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। জিএমপি প্রোগ্রাম এবং এসএমসি'র সামগ্রিক পুষ্টি কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে এই ধারণাটি সকল বিএসপিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম রিজিওনে ওবিজিওয়াইএন-দের এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং এন্ড পারফরম্যান্স রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত

এসএমসি, লং অ্যাক্টিং রিভার্সিবল কনট্রাসেপটিভস (এলএআরসি) পরিষেবার প্রচার এবং প্রসারে নিজস্ব ফ্যাসিলিটির মাধ্যমে ওবিজিওয়াইএন ডাক্তারদের নিযুক্ত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এই উদ্দেশ্যটি মাথায় রেখে এসএমসি'র পিঙ্ক স্টার প্রোগ্রাম যথাক্রমে ১০ ও ১৫ মার্চ, ২০২১ তারিখে রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে ওবিজিওয়াইএন ডাক্তারদের নিয়ে "এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং এন্ড পারফরম্যান্স রিভিউ মিটিং" এর আয়োজন করে। সভায় এলএআরসি পারফরম্যান্স পর্যালোচনা, সর্বোত্তম অনুশীলনের অভিজ্ঞতা শেয়ার এবং ভবিষ্যতে সেবার মান আরো উন্নত করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। উক্ত অধিবেশনে সেরা ওবিজিওয়াইএন ডাক্তারদের এলআরসি পরিষেবায় অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং প্যানেল আলোচনায় তারা তাদের অভিমত উপস্থাপন করেন। করোনা মহামারীর কারণে, ডিজিএইচএস, জিওবি এবং ডব্লিউএইচও নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে অধিবেশনগুলি পরিচালনা করা হয়।

পিঙ্ক স্টার প্রোগ্রামের অধীনে মোট ৭০ জন ওবিজিওয়াইএন এই সেশনেগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। প্রফেসর ডাঃ ফারহানা দেওয়ান, প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট, অবসটেট্রিকাল অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ (ওজিএসবি), ওজিএসবি শাখার সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল, ডিভিশনাল ডিরেক্টর, সিভিল সার্জন, চট্টগ্রামের ডিডিএফপি, রাজশাহীর ডেপুটি সিভিল সার্জন এবং চিফ অব প্রোগ্রাম অপারেশনস জনাব তসলিম উদ্দিন খান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

প্রসাধনী পণ্যের বাজারে এসএমসি ইএল

রাউন্ড জার
এসএমসি পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি
ভিটামিন ই এবং লেবুর সুগন্ধযুক্ত
(১৫ মি.লি. জার এবং ৫০ মি.লি. জার)

স্কয়ার জার
এসএমসি পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি
ভিটামিন ই যুক্ত
(১৫ মি.লি. জার)

এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড প্রসাধনী পণ্যের বাজারে প্রবেশের লক্ষ্যে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে এলো এর প্রথম প্রসাধনী পণ্য "এসএমসি পিওর পেট্রোলিয়াম জেলি"। 'ভিটামিন ই' এবং লেবুর সুগন্ধযুক্ত এই উচ্চ-মানের পণ্যটি প্রতিযোগিতামূলক দামে ১৫ মিলি এবং ৫০ মিলি আকারে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। পণ্য পরীক্ষা ও গবেষণার সময় ৭০% উত্তরদাতা এসএমসি'র পেট্রোলিয়াম জেলিকে অন্যান্য প্রতিযোগী পণ্যগুলির চেয়েও বেশি পছন্দ করেছে।

সাকিবকে নিয়ে স্মাইলের নতুন ক্যাম্পেইন

বিশ্বখ্যাত ক্রিকেট অলরাউন্ডার এবং স্মাইল বেবি ডায়াপারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সাকিব আল হাসানকে নিয়ে সম্প্রতি স্মাইলের একটি নতুন ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে। এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে নতুন ক্যাম্পেইনটির একটি টিভি বিজ্ঞাপন স্থানীয় বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হয়। এছাড়াও ফেইসবুক, ইমো, ট্রুকলার এর মতো জনপ্রিয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতেও এই ক্যাম্পেইনটির প্রচার করা হয়।

"ওমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড এবং এক্সপো ২০২১" স্পন্সর করলো স্মার্ট পিল

এসএমসি স্মার্ট পিল এর পৃষ্ঠপোষকতায় বিগত ১২ মার্চ, ২০২১ তারিখে ঢাকার ওয়েস্টিন হোটেলে "ওমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড এবং এক্সপো ২০২১" অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর মেয়র জনাব আতিকুল ইসলাম এই সম্মানজনক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এসএমসি এন্টারপ্রাইজকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে একটি স্মরণিকা প্রদান করা হয়। মার্কেটিং বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার জনাব খন্দকার শামীম রহমান এবং সেলস বিভাগের এডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার জনাব চন্দ্র নাথ মন্ডল কোম্পানীর পক্ষ থেকে এই পদকটি গ্রহণ করেন।

“আরটিভি এসএমসি মনিমিক্স অ্যাওয়ার্ড - ২০২০” অনুষ্ঠিত

“আরটিভি এসএমসি মনিমিক্স অ্যাওয়ার্ড - ২০২০” শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি দিতে গর্বিত বোধ করে।

প্রতি বছরের মতো এবারও বিগত ২৩ জানুয়ারী, ২০২১ তারিখে স্থানীয় একটি হোটেলে এই অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামটি অনুষ্ঠিত হয়। এসএমসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ জনপ্রিয় জাতীয় তারকা, শিক্ষাবিদ, ডেভেলপমেন্ট পার্টনারর্স, সুশীল সমাজের সদস্যগণ এবং সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। বিগত বছরগুলির মতো এবারও এই পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি আরটিভি স্ক্রিনে এবং আরটিভি ফেইসবুক পেইজে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। বাংলাদেশের শিশু উন্নয়ন খাতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পাঁচজন ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে এই অনুপ্রেরণামূলক সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। নিজ নিজ বিভাগে পুরষ্কার প্রাপ্তরা হলেন: শিশু শিক্ষায় অবদানের জন্য ‘এক টাকার মাস্টার’ হিসাবে পরিচিত শিক্ষাবিদ জনাব লুৎফর রহমান; বিশেষ শিশুদের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য সমাজ সেবক বেগম সাইদা মুনিরা ইসলাম; শিশুদের খেলাধুলায় অবদান রাখার জন্য জাতীয় ক্রীড়াবিদ জনাব দিলীপ চক্রবর্তী; মুন্ডা সম্প্রদায়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে একটি স্কুল পরিচালনা করার জন্য শিক্ষাবিদ জনাব আশিকুজ্জামান আশিক এবং সাইবার দুর্নীতি রোধে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য জনাব সাদাত রহমান। প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটেগরিতে, বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টসকে (বাফা) স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, জাতিসংঘ বাংলাদেশের আবাসিক সমন্বয়কারী জনাব মিয়া সেপ্পো, বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি; বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত গুনের উয়েরা এবং আরটিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ আশিক রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

এসএমসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী; এসএমসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলী রেজা খান এবং ইউএসএআইডি বাংলাদেশের সিনিয়র স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডাঃ আলিয়া এল মোহনদেস ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শ্রোতাদের সম্বোধন করেন। এসএমসি'র চিফ অব প্রোগ্রাম অপারেশনস জনাব তসলিম উদ্দিন খান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তিন জন গোল্ড স্টার মেম্বার ‘জয়িতা অ্যাওয়ার্ড’ দ্বারা সম্মানিত

‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রবর্তিত একটি কর্মসূচী যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুসরণে এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত। বিভিন্ন প্রতিকূলতা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আত্মবিশ্বাসের সাথে যে সকল মহিলাগন সমাজে সফলভাবে নিজেদের অবস্থান তৈরী করতে পেরেছেন তাদের জন্য এই পুরস্কারটি বাংলাদেশ সরকারের এক অমূল্য স্বীকৃতি। পাশাপাশি, এই উদ্যোগ দেশের সাধারণ মহিলা জনগোষ্ঠীকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে। প্রতিবছর ৯ ডিসেম্বর, ‘রোকেয়া দিবস’ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার অর্থনীতি, সামাজিক বিকাশ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সফল মা, এবং নিপীড়ন-নির্যাতন নিরোধসহ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক মহিলাদের তাদের সাফল্য এবং অবদানের জন্য স্বীকৃতি দেয়।

২০২০ সালে, ইউএসএআইডি-এর সহযোগিতায় ‘নতুন দিন’ প্রোগ্রামের অধীনে তিনজন গোল্ড স্টার মেম্বার (জিএসএম) এই সম্মানজনক পুরষ্কার পান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলার তরুণ জিএসএম, **মিস ফাতেমা বেগম** ‘অর্থনীতি’ ক্যাটেগরির অধীনে একজন সফল মহিলা উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য জয়িতা পুরষ্কার লাভ করেন।

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার **মিস জেসমিন বেগম** ২০১৩ সালে একজন উদ্যোক্তা হিসাবে ব্যবসা শুরু করার সময় আর্থিকভাবে খুবই অস্বচ্ছল ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামে কমিউনিটি পর্যায়ে দুর্দান্ত ভূমিকা রাখার জন্য ‘অর্থনীতি’ ক্যাটেগরির অধীনে জয়িতা পুরষ্কারে ভূষিত হন।

কিশোরগঞ্জ জেলার আওতাধীন পাকুন্দিয়া উপজেলার জিএসএম **মিস নীলুফা আক্তার** ‘নিপীড়ন-নির্যাতন নিরোধ’ ক্যাটেগরিতে সাফল্যের জন্য জয়িতা অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। তিনি নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে একজন যোদ্ধা হিসাবে বীরত্বের অন্যতম সেরা উদাহরণরূপে নিজেকে তৈরী করেন। তিনি জেলা ও উপজেলা উভয় পর্যায়ে পুরস্কৃত হন এবং বিভাগীয় পর্যায়ের জন্য মনোনীত হন।

প্রধান সম্পাদকঃ মোঃ আলী রেজা খান; **প্রকাশনা ও সার্কুলেশনঃ** কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট; **কৃতজ্ঞতাঃ** সকল বিভাগকে তথ্য দিয়ে সহযোগীতার জন্য;
ঠিকানাঃ এসএমসি টাওয়ার, ৩৩ বনানী বা/এ, রোড-১৭, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্সঃ +৮৮-০২২২২২৭৫০৭৪-৮০, +৮৮-০২২২২২৭৫০৯০ এবং +৮৮-০২২২২২৭৫০৯৩; **ওয়েবসাইটঃ** www.smc-bd.org